খোকসায় কার্ড থেকে ১৬ বার চাউল উত্তোলন করা হলেও জানেন না কার্ডমালিক

কার্ড আছে চাল নেই, চাল আছে কার্ড নেই, কার্ডও আছে, চালও আছে, নেই কার্ডের প্রকৃত মালিক। কার্ডের জায়গায় কার্ড না থাকার এমন চাঞ্চল্যকর তথ্যের খোঁজ মিলেছে কুষ্টিয়ার খোকসার শিমুলিয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

ওই ওয়ার্ডটির বাসিন্দা জসিম মুনসীর ওমএমএসের কার্ড ইস্যু হয়েছে প্রায় চার বছর আগে। ইতোমধ্যেই ওই কার্ড থেকে চাল উত্তোলন হয়ে গেছে ১৬ বার। কিন্তু সেই খবর জানেনই না হতদরিদ্র জসিম মুনসী। অথচ তার নাম রয়েছে ওয়ার্ডের তালিকার এক নম্বরে। কেঁদে কেঁদে এমন অভিযোগই করলেন হতদরিদ্র জসিম মুনসী।

আর এমন অভিযোগ তুলে ধরা হলে পাল্টাপাল্টি পরস্পরকে দোষারোপ করছেন ইউপি চেয়ারম্যান, ডিলার ও ইউপি সদস্য। তবে এই ব্যাপারটি জনসম্মুখে আনেন ওই ওয়ার্ডটির ইউপি সদস্য টিপু বিশ্বাস।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউনিয়নের ওএমএসের ডিলার আব্দুল মান্নান হলেও প্রকৃতপক্ষে এর নিয়ন্ত্রণ করেন একসময়ে দাপুটে সন্ত্রাসী আকুত আলী।
তবে এসব অনিয়মের ব্যাপারে তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে, হতদরিদ্র জসিম মুন্সী বলেন, আমার কাছ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে প্রয়াত লুতফর মেম্বার ভোটার আইডি কার্ড নিয়েছিল ১০ টাকা কেজির চাল দেওয়ার জন্য। কার্ড হয়েছিল তারপর থেকে এই কার্ড থেকে ৩০ কেজি করে ১৬ বার চাউল উত্তোলন করা হয়েছে। কিন্তু একবারও আমি চাউল পাইনি।
ব্যাপারটি নিয়ে জসীম মুন্সীকে প্রথম জানায় ইউপি সদস্য টিপু বিশ্বাস। আসলে এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য ও ডিলারের প্রত্যক্ষ দোষ না থাকলেও দায় এড়াতে পারেন না ডিলার আব্দুল মান্নান। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নামের আব্দুল মান্নান ডিলার হলেও তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে আকুত আলী নামের অদৃশ এক শক্তি!

এ ব্যাপারে শিমুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ বলেন, তালিকা

করার ব্যাপারে আমার কোনো হাতই নেই। এটা মেম্বারের দায়িত্ব। আর ডিলার এটি সুসম্পন্নভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন ওমএমএসের ডিলার। কিন্তু কেনো এমন হল- এটা আমিও বুঝছি না। তবে কে এই চাল চোর-তাকে খুঁজে বের করা হবে।
অপরদিকে, ডিলার আব্দুল মান্নানের দাবি- মেম্বার-চেয়ারম্যানের তালিকা অনুসারেই চাল দেওয়া হয়। তবে কার কার্ড দিয়ে কে চাল নিচ্ছে এটা দেখার বিষয় তার না।

তবে ডিলার এমন দাবি করলেও স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করেই তিনি চাল বিতরণ করতে পারেন। তাহলে- কার্ড দিয়ে এই ১৬ বস্তা চাল উত্তোলন করল কে?

চুয়াডাঙ্গার আকন্দবাড়িয়া এলকার বহুল আলোচিত কথিত অ্যাডভোকেট প্রকাশ গ্রেফতার: আদালতে সোপর্দ

চুয়াডাঙ্গা সদর আকন্দবাড়িয়া এলকার বহুল আলোচিত বিভিন্ন মামলার এজাহারভুক্ত আসামী প্রকাশ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মাদকের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। নিজেকে চুয়াডাঙ্গা কোর্টের আইনজীবি পরিচয় দিয়ে মানুষকে নানাভাবে হয়রানি করে অতিষ্ট করে তুলেছে প্রকাশ।

জানাগেছে, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মাহাববুর রহমান কাজলের নির্দেশে থানার পুলিশ অফিসাররা গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে আকন্দবাড়িয়া এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এ পুলিশ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ৬নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম গুণ্ডার ছেলে ওয়ালিউর ইসলাম ওরফে প্রকাশকে (৩০) বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত প্রকাশের বিরুদ্ধে মাদকের সাথে

সংশ্লিষ্টতা এবং পৃষ্টপোষকতার গুরুত্বর অভিযোগে রয়েছে। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে ২০১১ সালে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় চাঁদাবাজি, ২০১৪ সালে দামুড়হুদা থানায় বিষ্ফোরক দ্রব্য আইনে, ২০১৫ সালে জীবননগর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে ২০১৭ ও ১৮ সালে দামুড়হুদা থানায় এবং সর্বশেষ গতকাল দর্শনা থানার একটি মাদক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। যদিও ৫টি মামলায় সে জামিনে আছে।

এদিকে এলাকাবাসি জানায়, প্রকাশ নিজেকে চুয়াডাঙ্গা কোর্টের আইনজীবি পরিচয় দিয়ে নানা অপকর্ম করে থাকে। নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ রেখে মাঠ পর্যায়ের অফিসারদের নানা ভাবে ভীতির মধ্যে রাখত। এর পাশাপাশি পিতা ইউপি সদস্য হবার সুবাদে সরকারি বিভিন্ন মালামাল বিতরণে অনিয়ম, সরকারি সুযোগ সুবিধা পায়ে দেবার নামে অর্থবানিজ্যের অভিযোগও রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আকন্দবাড়িয়া গ্রামের কয়েকজন বলেন, তার কথামত না চললে তাকে নানা ভাবে হয়রানি করা হতো। আর এসব হয়রানি থেকে মুক্তি মিলত পয়সার বিনিময়ে। প্রশাসন গোপনে তদন্ত করলে প্রকৃত সত্য জানতে পারবে। এদিকে ওয়ালিউর ইসলাম প্রকাশকে গ্রেফতার করায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসি। এদদিকে গ্রেফতারকৃত প্রকাশকে গতকালই আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্র্ পক্ষ থেকে পিপিই প্রদান

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি‘র সহযোগিতায় এবং মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিদর পক্ষ
থেকে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী মহামারী করোনাভাইরাসের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্সসহ স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মীদের ব্যবহারের জন্য ৫০ পিচ মাক্স ও ২৫ সেট ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী

(পারসোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট) পিপিই মেহেরপুর জেলার সিভিল সার্জন মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

গতকাল রবিবার সকালে জেলা সিভিল সার্জনের নিকট ইকুপমেন্ট গুলি হস্তান্তর করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবংমেহেরপুর চেম্বার
অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিদর সম্মানিত সভাপতি হাজী গোলাম রসুল, এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সম্মানিত আহবায়ক
এবং মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাধারণ
সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন চেম্বার অব কমার্সের নির্বাহী
কমিটির সম্মানিত সদস্য ওমর ফারুক।

শিকলে বাঁধা ছোট্ট শান্ত কবে ফিরবে বাবা-মায়ের কোলে

প্রতিটি সন্তানই তার বাবা-মায়ের কাছে অতি আদরের ধন। সন্তানের দুর্দিন মানেই বাবা-মায়ের চোখে জল। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা ছাতিয়ান ইউপির কালিতলা এলাকায় আদরের ছেলেকে নিয়ে যন্ত্রণাময়
জীবন যাপন করছেন জসিম উদ্দিন-সীমা দম্পতি।

তারা না পারছেন ছেলের কষ্ট সহ্য করতে, না মেনে নিতে পারছেন ছেলের দেয়া অসহনীয় যন্ত্রণা। যে ছেলেকে কোলে তুলে নিতে মন প্রাণ ব্যাকুল
থাকে, বাধ্য হয়ে সেই ছেলেকে ঠেলে দিয়েছেন নির্মম এক শিকলে
বাঁধা জীবনে।

বাবা-মা অনেক কষ্ট নিয়ে বলেন, জন্মের সময় তার আদরের ছেলেটি খুবই শান্ত স্বভাবের ছিল। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল শান্ত। আশা ছিল

শান্ত
স্বভাব নিয়েই সে বড় হবে। এখন তার বয়স ৯ বছর তিন মাস। কিন্তু ঘটনা ঘটলো প্রত্যাশার ঠিক উল্টো। আচার আচরণে সবকিছুতে তার
এখন শুধু অস্বস্তি। কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না সে। সুযোগে পেলেই প্রতিবেশীর ঘরে ঢিল মারে, মেরে ফেলতে যায় ছোট ভাইকেও। তাই শান্ত পাঁচ বছর ধরে শিকলে বাঁধা জীবনযাপন করছে।

তারা আরো বলেন, প্রান্তিক কৃষক পরিবারে তাদের ছেলে এখন বোঝা। ছেলের আচরণ সহ্য করতে না পারছে না তার পরিবারসহ প্রতিবেশীরাও। তাই রাত হলেই ছেলেকে নির্জন বাঁশ বাগানে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। শান্তের চিকিৎসার খরচ চালাতে ব্যর্থ তারা।

বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, জন্মের পরে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।
তবে তিন বছর বয়সে তার অবস্থা বুঝতে পারি। সে প্রথমে রান্না ঘরের গোবরের দেয়া লাঠি (গরুর গোবর দিয়ে তৈরী জ্বালানী) খেতে শুরু করে।

বাড়ির পাশের ময়লা-আবর্জনা, মাটি, সাবানের ফেনা, কলা গাছ, কপির ডাটা, জামের বিচি খেতে দেখে আমি অবাক হই। এরপর আমি ২০১৪
সালে রাজশাহীতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। আমি পেশায় একজন
দিনমজুর। বর্গা নিয়ে চাষ করি ও অন্যের জমিতে লেবার দিয়ে সংসার চালায়। ছেলের চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে পারিনি।

তিনি আরো বলেন, একবেলা খাই তো অন্য উপোস। ছেলেকে চিকিৎসা করানোর মতো ক্ষমতা আমার নেই। শান্ত ঘুমাতে দেয় না। রাত ২টায় ঘুমায়। প্রতিবেশীদের রাতে ঢিল ছুঁড়ে। তাই দিনে ১৫-১৬ ঘণ্টা বাঁধা থাকে। আমার এই সন্তানের চিকিৎসা করার জন্য আমি সমাজের

বিত্তবানদের প্রতি সাহায্যের আবেদন করছি। আমার নগদ হিসাব নম্বর-০১৯২৩০৭৪৭০৭। আমি বর্তমানে খুবই অসহায় হয়ে পড়েছি।
শান্তের মা সিমা খাতুন বলেন, শান্ত রাতে ঘুমাতে দেয় না। আমার ছোট
ছেলেকে একাধিকবার মেরে ফেলতে গিয়েছিলো। নিজের সন্তানকে
বাঁধা কোনো মায়ের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব না।

শান্ত কারো সঙ্গে কথা বলে না। তার নাম ঠিকানা কিছুই বলতে পারে না।
এলাকার সচেতন মহলের প্রশ্ন এই শান্ত কী সারাজীবন এমনই থাকবে।
তার কী কোনো চিকিৎসা নেই। সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে কবে ফিরবে সে

বাবা-মায়ের কোলে।

ছাতিয়ান ইউপি চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, শান্তর প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করা হয়েছে। পরিষদ থেকে এ পরিবারকে সরকারি সব প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আমি
ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যে করি। আসলে শান্ত একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু।
এ লকডাউন উঠে গেলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানো
হবে।

মিরপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামশেদ আলী বলেন,
সমাজসেবা অধিদফতর থেকে তাকে প্রতিবন্ধী ভাতা করে দেয়া হয়েছে। সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার পরিপত্র আসলে তাহলে
তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ঝিনাইদহে হার্ভার্ড, ওরাকল ও সাইফুর’স এ কোচিং বাণিজ্য চলছে

সারা বিশ্ব যখন করোনার ভয়ে আতঙ্ক, সরকারের পক্ষ থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার ৩১মার্চ পযর্ন্ত বন্ধ রাখার কড়া নিষেধাজ্ঞা সেই মুহূর্তে ঝিনাইদহের হার্ভার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, ওরাকল ও সাইফুর’স সহ বেশকিছু প্রি-ক্যাডেট ও কোচিং সেন্টার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চালিয়ে যাচ্ছে কোচিং বাণিজ্য।

গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠিানের সামনে ঘুরে এমন দৃশ্য দেখা যায়। হার্ভার্ড স্কুল এন্ড কলেজে অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন বিতরণ করার দৃশ্য দেখা গেছে। ছাত্রছাত্রীদের বিকাল ৩টায় এসে উত্তরপত্র জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। বেশ কয়েকজন অভিভাকের সাথে কথা বলে এসবের সত্যতা পাওয়া

গেছে। সাংবাদিক আসার খবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষক, ৩০/৪০জন ছাত্র ও অভিভাবকে দ্রুত স্থান ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কয়েকজন শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্ন এবং খাতা বিতরণ করার দৃশ্যও চোখে পড়ে।

এছাড়া ওরাকল কোচিং সেন্টারের সজল নামে একজন শিক্ষককে গনিতের ক্লাস নিতে দেখা যায়। তার কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একটি ক্লাস নিচ্ছি তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সাইফুর’স কোচিং সেন্টারেও একই অবস্থা, রবিউল নামে একজন শিক্ষককে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় ক্লাস এবং পরামর্শ দিচ্ছিলেন সাংবাদিক আসার সংবাদ পেয়ে দ্রুত কোচিং বন্ধ করে বাইরে নেমে যেতে বলেন।

এ বিষয়ে হার্ভার্ড স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম.এ রহিম বলেন, আমি প্রতিষ্ঠানের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রেখেছি কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের অভিভাবকদের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে একটি বিশেষ কায়দায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

কুষ্টিয়ায় বেশি দামের চাল বিক্রি, দেড়লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মুল্য তালিকা না থাকাসহ বেশি দামের চাল বিক্রির অপরাধে চারটি প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এছাড়াও মিরপুর ও ভেড়ামারায় প্রথক অভিযান চালিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়।
গতকাল শনিবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান।

তিনি জানান, করোনা ভাইরাস নিয়ে যখন সবাই আতংকিত, এক শ্রেণীর চাল ব্যবসায়ী অন্যায্যভাবে তথ্য লুকিয়ে চালের দাম বৃদ্ধির পাঁয়তারা

করছেন। চালের দাম লুকানোর জন্য কোন বিক্রি রশিদে মূল্য লেখা হচ্ছে না, কেউ কেউ বিক্রি রশিদই রাখছে না! মূল্য তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করা এবং বেশি দামে চাল বিক্রির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুযায়ী উপজেলার আলাউদ্দিন নগর এলাকার আজিজ এগ্রো ফুডকে ৩০ হাজার টাকা। ভাই বোন এগ্রো ফুডকে ২৫ হাজার টাকা, জসিম এগ্রো ফুডকে ২৫ হাজার টাকা এবং বাটিকামারা এলাকার মুকুল এগ্রো ফুডকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তাদের সকলকে চালের ক্রয় ও বিক্রয় রশিদ এবং স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়।
এসময় উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তাসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে মিরপুর বাজারে দুই চাউল ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলা সহাকীল কমিশনার রাকবিুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়াও ভেড়ামারা বাজারে ভাউচার ছাড়া অধিক দামে চাউল বিক্রির অপরাধে আব্দুল কুদ্দুস নামে এক চাউল ব্যবসায়ীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ মোতাবেক ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।

সরকারী অর্থায়নে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফ্রীল্যান্সিং ট্রেনিং

বর্তমান সরকার দেশকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের আইসিটি ডিভিশনের আয়োজনে ‘লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট’ চালু হয়েছে।

এই প্রজেক্ট এর আওতায় মেহেরপুর জেলায় ওয়েব ডিজাইন এন্ড

ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের রেজিস্ট্রেশন চলছে।

আমাদের দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে আউটসোর্সিং বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদে রুপান্তর করাই ৫০ দিনব্যাপি এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

এই লক্ষ্যে একযোগে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর জন্য লিংক: http://ledp.ictd.gov.bd/registration

গা-গ্রামের নারীদের নিপুন হাতের ছোঁয়ায় তৈরী হয় কলাই ডালের বড়ি

গ্রামের নারীদের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয় কলাই ডালের বড়ি। তবে আগের মতো আর ব্যাপক হারে নেই। আসলে গ্রামে গ্রামে কমেছে বড়ি তৈরির উদ্দীপনা।

মাস কলাইয়ের ডাল ও চাল কুমড়ার সমন্বয়ে তৈরি এই খাদ্যপদটির জন্য নারীদের প্রস্তুতি দেখা যায় শীত মৌসুমের আরও দু’তিন মাস আগে থেকে। বড়ি প্রস্তুতের জন্যই অনেকে বাড়িতে চাল কুমড়ার চারা লাগান।

উৎপাদিত চাল কুমড়া সংরক্ষণ করে শীতের কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে বাজার থেকে ঠিকরে কলাইয়ের ডাল সংগ্রহ করে গ্রামের নারীরা লেগে যান বড়ি তৈরির কাজে। এ যেন এক উৎসব। তৈরি করা বড়ি সংরক্ষণ করে রাখা যায় বছরজুড়ে। সারা বছরই বিভিন্ন তরকারির সঙ্গে রান্না করে খাওয়া যায় এটি।

এখন শীত মৌসুম। বড়ি তৈরির অন্যতম সময়। আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার

এরশাদপুর গ্রামে বড়ি তৈরি করতে দেখা গেলো গৃহবধূ শাবানা খাতুনকে। তিনি জানান, বড়ি দেওয়ার জন্যই বাড়িতে চাল কুমড়ার চারা লাগিয়ে ছিলেন। তাতে বেশ ফলনও হয়েছে। পরে বাজার থেকে তিন কেজি ঠিকরে কলাই ডাল সংগ্রহ করেন তিনি।

বড়ি দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, চাল কুমড়া ভালো করে কেচে মিহি করে নিতে হয়। অন্যদিকে ডাল ভিজিয়ে মিহি করে বাটতে হবে। পরে কুমড়া ও ডাল মিশিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে অনুপাত হবে দুই কেজি ঠিকরে কলাই ডাল ও আড়াই কেজি চাল কুমড়া।

কুমড়া ও ডালের খামির হয়ে গেলে শুকনা পরিষ্কার কাপড় রোদে বিছিয়ে বা টাঙিয়ে তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট করে বড়ি দিতে হবে। শুকিয়ে মচমচে হয়ে গেলে সংরক্ষণ করে প্রয়োজন মতো রান্না করে খাওয়া সম্ভব যে কোনো সময়।

কুমারী গ্রামের ছবিরন জানায়, আগে বাড়ি-বাড়ি বড়ি তৈরির উৎসব হতো। কিন্তু এই যুগে নারীদের মধ্যে সেই উৎসাহ বা আগ্রহ দেখি না। আবার চাল কুমড়া প্রাপ্তিও দুঃসাধ্য। সব মিলিয়ে বড়ি দেওয়ার রেওয়াজ কমে যাচ্ছে। তারপরও গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতে এ বছর বড়ি তৈরি করতে দেখা গেছে।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

নিয়ম বহির্ভূতভাবে করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮টি গাছ কর্তনের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের করমদি মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের ৮টি গাছ কর্তন করা হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর রাত থেকে বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ গাছগুলো কাটা হয় বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা রাতের আঁধার থেকে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের মধ্যে গাছ

মোতাবেক গাছ কাটতে হবে। তিনি বলেন সেখানে ভূমি কর্মকর্তাকে তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- নিজস্ব প্রতিবেদক

শামীমের ৩৬৫ কোটি টাকা, খালেদের ৩৪, সম্রাটের ‘তেমন নেই’

সা¤প্রতিক শুদ্ধি অভিযানের মধ্যে দুর্নীতির মামলা তদন্ত করতে গিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার সম্পদ অবরুদ্ধ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর মধ্যে নগদ টাকার পরিমাণই বেশি। আদালতের নির্দেশে ১৬টি মামলায় অবরুদ্ধ করা টাকার পরিমাণ ৩৬২ কোটিও বেশি। আর সম্পদের পরিমাণ ৭৮ কোটি টাকার বেশি।

দুদক ও আদালত সূত্র জানায়, কথিত যুবলীগ নেতা ও ঠিকাদার গোলাম কিবরিয়া শামীমের (জি কে শামীম) সম্পদই সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা তাঁর প্রায় ৩২৪ কোটি টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে। স্থাবর সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে প্রায় ৪১ কোটি টাকার। এরপরই আছে যুবলীগের আরেক নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার সম্পদ। বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা তাঁর ৩১ কোটি টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে। স্থাবর সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে প্রায় ৩ কোটি টাকার।

আরেক সাবেক যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের সম্পদ বা নগদ টাকার পরিমাণ তেমন নেই বলে দুদক সূত্রে থেকে জানা গেছে।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ‘শুদ্ধি অভিযান’ শুরু হওয়ার পর ওই মাসের শেষ দিকে সংশ্লিষ্টদের অবৈধ সম্পদের খোঁজে মাঠে নামে দুদক। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে এ পর্যন্ত ১৬টি মামলা করেছে সংস্থাটি। এসব মামলা হয়েছে ঠিকাদার জি কে শামীম, যুবলীগ ঢাকা দক্ষিণের সাবেক সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট, বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক ও তাঁর ভাই রূপন ভূঁইয়া, অনলাইন ক্যাসিনোর হোতা সেলিম প্রধান,

হাজার ৫৫১ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। একই মামলায় শামীমের মা আয়েশা আক্তারকেও আসামি করা হয়।

মামলার তদন্ত করতে গিয়ে শামীম ও তাঁর মায়ের আরও সম্পদের তথ্য আসে দুদকের হাতে। বিভিন্ন ব্যাংকে জমা পাওয়া যায় ৩২৪ কোটি ৫৬ লাখ ৩৮ হাজার টাকা। আর জায়গা-জমি-বাড়ি-ফ্ল্যাট মিলিয়ে ৪০ কোটি ৯৯ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব সম্পদের দলিলমূল্য এটা হলেও বাজারমূল্য অনেক বেশি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে।

যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন ওরফে সম্রাটকে গ্রেপ্তারের পর কাকরাইলে তাঁর কার্যালয়ে তাঁকে
সম্রাটের সম্পদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের সম্পদের খুব বেশি তথ্য নেই কোথাও। এখন পর্যন্ত তাঁর স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন ব্যাংকে মাত্র ৮৮ লাখ ৭৪ হাজার টাকা পেয়ে তা অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
গত ১২ নভেম্বর সম্রাটের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম। মামলায় ২ কোটি ৯৪ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরু হওয়ার পর আবারও আলোচনায় আসে সম্রাটের নাম। তবে তাঁকে গ্রেপ্তারে গত ৬ অক্টোবর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। সহযোগী আরমানসহ সম্রাটকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। বন্য প্রাণীর চামড়া রাখার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছয় মাসের কারাদÐ◌ের পাশাপাশি সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আইনে মামলা হয়। মাদক পাওয়ায় আরমানকেও

ছয় মাসের কারাদÐ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
তদন্তে খালেদের সম্পদ পাওয়া গেছে বেশি

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ‘ শুদ্ধি অভিযান’ শুরুর দিনই গ্রেপ্তার হন মহানগর যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া। তাঁর বিরুদ্ধেই অস্ত্র, মাদক ও অর্থ পাচার আইনে আলাদা মামলা করে র্যাব।

এর ৩৩ দিন পর ২১ অক্টোবর অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে খালেদের

দুদকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর দুটি গাড়ি আটক করে মোহাম্মদপুর থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

চলমান শুদ্ধি অভিযানে গত ১৯ অক্টোবর রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকার একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তারেকুজ্জামান রাজীবকে। অস্ত্র ও মাদক আইনে দুটি মামলা হয় তাঁর বিরুদ্ধে।
সম্রাটের ‘ক্যাশিয়ার’ হিসেবে পরিচিত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সহসভাপতি এনামুল হক আরমানের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৫ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেন দুদকের উপপরিচালক মো. সালাহউদ্দিন। বিভিন্ন ব্যাংকে তাঁর ২ কোটি ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাটের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন আরমানও। গ্রেপ্তারের সময় মদ্যপ ছিলেন আরমান। তাঁর কাছে মাদকও পাওয়া যায়। সে কারণে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁকে ছয় মাসের কারাদÐ দেন।
ইসমাইল হোসেন চৌধুরী ওরফে সম্রাটের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ৫ কোটি ৪৯ লাখ ৩ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেন দুদকের সহকারী পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

গত ১৩ নভেম্বর মামলাটি হয়। মামলার তদন্ত পর্যায়ে জাকিরের ব্যাংক হিসাবে পাওয়া যায় ৪ কোটি ৬৪ লাখ ৮ হাজার টাকা। আদালতের নির্দেশে ওই টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর ৩০ অক্টোবর ভোলা থেকে জাকিরকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।

সাড়ে ১৪ কোটি টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে শিক্ষা ভবনের টেন্ডারবাজির প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে পরিচিত যুবলীগ নেতা মো. শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। ২১ নভেম্বর হওয়া ওই মামলা করেন সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নেয়ামুল আহসান গাজী।

মামলার তদন্ত পর্যায়ে কোনো ব্যাংকে তাঁর নামে জমা অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি টাকার স্থাবর সম্পদ পেয়ে আদালতের মাধ্যমে তা ক্রোক করা হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) অপসারিত কাউন্সিলর এ কে এম মমিনুল হক ওরফে সাঈদের বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদে অর্জনের অভিযোগে মামলা করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আতাউর রহমান সরকার। ২০ নভেম্বর মামলাটি হয়।

মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তাঁর সম্পদ জব্দের আবেদন করেছে সংস্থাটি। সবশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এটি আদালতের আদেশের অপেক্ষায় আছে। বিভিন্ন ব্যাংকে এখন পর্যন্ত তাঁর ২ কোটি ৯৩ লাখ টাকা জমা থাকার তথ্য পেয়েছে দুদক।

কলাবাগান ক্রীড়া চক্রের সভাপতি শফিকুল আলম ওরফে ফিরোজের ২ কোটি ৬৮ লাখ ২ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। গত ৩০ অক্টোবর মামলাটি করেন সহকারী পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

সবশেষ পাওয়া তথ্যমতে, শফিকুল আলমের নামে ব্যাংকে ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা জমা আছে। ওই টাকা অবরুদ্ধ করতে আদালতে আবেদন করেছে দুদক।

- নিজস্ব প্রতিনিধি